6
তারিখ 29 MAY 1996
পৃষ্ঠা নং ... কলাম ... 2

দৈনিক সংবাদ

বুয়েট ছাত্রী সংখ্যা ১০:১

সবে এইচ,এস,সি পরীক্ষা দিয়েছি। আমার ইচ্ছা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাইড ফিজিক্স পড়া অথবা বুয়েটে ভর্তি হওয়া। কিন্তু মায়ের প্রবল ইচ্ছে, আমি ডাক্তারি পড়ি। কলেজের শিক্ষকরা চান আমি ডাক্তার হই। সবকিছু অতিক্রম করে ভর্তি হলাম বুয়েটে। দুই একজনকে বাদ দিলে স্বজনেরই সবিস্ময় জিজ্ঞাসা, "মেয়ে হয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বে?"

মানব সভ্যতার অগ্রযাত্রায় নারী চার দেয়ালের বাইরে এসেছে। পৃথিবীর কর্মযজ্ঞে নারী আজ অংশগ্রহণ করছে স্বীয় যোগ্যতায়। ভারতীয় সংস্কৃতির পরিমন্ডলে এক সময় নারীর জন্য শিক্ষকতাই ছিল একমাত্র ভদ্রোচিত পেশা। সময়ের ধারায় নারী এসেছে অফিসের কাজে। ডাক্তারীতে মেয়েদের পদচারণা অনেক দিনের। বর্তমানে প্রশাসনে এবং আইন ব্যবসায় অনেকেই জায়গা করে নিয়েছেন। যদিও হার খুব কম।

এদেশে এখন অবধি বহির্মুখী কাজে মেয়েদের অংশগ্রহণ ছেলেদের তুলনায় কম। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে এর প্রতিফলন লক্ষণীয়। তবে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের হার দেশের অন্য যেকোন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অনেক কম। পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১ হাজার ৫শ ছাত্র-ছাত্রীর মাঝে মাত্র ৪০-৫০ জন মেয়ে। অর্থাৎ মোট শিক্ষার্থীর শতকরা মাত্র দশজন মেয়ে। এ তথ্য থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে পেশা হিসেবে প্রকৌশল মেয়েদের মাঝে তেমন জনপ্রিয় নয়।

কারণ অনুসন্ধানে প্রথমেই আসে সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবকাঠামো। এদেশে নারীর কর্ম সেবা। আমরা নারীকে করুণাময়ী মাতা, স্নেহময়ী ভগ্নী আর প্রেমময়ী স্ত্রীরূপে দেখতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি। যুগের প্রয়োজনে মেয়েরা জীবিকা অর্জনে বহির্মুখী হয়েছে কিন্তু পেশা নির্ধারণে যুগ যুগ লালিত মানসিকতার প্রভাব অনিবার্যভাবেই এসেছে। ছোটবেলা থেকেই মেয়েদের মানসিক আনুকূল্য তৈরি হয় সেবাধর্মী কাজের প্রতি। তাই উচ্চ শিক্ষায় ডাক্তারী এক নম্বরে।

প্রকৌশল শিক্ষায় মেয়েদের অনাগ্রহের মূলে অভিভাবকের মানসিকতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এদের দৃষ্টিতে প্রকৌশলী মাত্রেই মাঠে কাজ করেন। মেয়েকে কর্মক্ষেত্রে পাঠাতে হয়ত তাদের আপত্তি নেই, কিন্তু তা হতে হবে অফিস কক্ষের অভ্যন্তরে। অগণিত অপরিচিত মানুষের মাঝে মাঠ পর্যায়ে কাজ করাটাকে তারা ঠিক স্বচ্ছ চোখে দেখতে অভ্যস্ত নন। এজন্য বুয়েটে পড়ার ব্যাপারে একটি মেয়েকে উৎসাহ দেয়ার পরিবর্তে বাধা প্রদান করা হয়।

বাস্তব পরিস্থিতি উপলব্ধি করেই মেয়েরা অধিক হারে বুয়েটে ভর্তি হচ্ছে না- একথা বলতে অসুবিধা নেই। তবে এর সঙ্গে সূক্ষ্মভাবে কাজ করে চাকরি ক্ষেত্রে অধিক পরিশ্রমে মেয়েদের অনীহা।

খুব ধীরগতিতে হলেও এখানে ছাত্রী ভর্তির হার বৃদ্ধি পেয়েছে। গোড়ার দিকে এক ব্যাচে হয়ত দু' তিনজন মেয়ে ভর্তি হতো। আর আজ প্রতি ১শ' জনে ১০ জনই মে কাজেই আশায় বুক বাঁধা এটু করা যায় যে, যুগের পরিবর্তনে আগামীতে আরও অধিক হারে বুয়েট অঙ্গন মুখরিত করবে।

❑ শর্মিষ্ঠা